

৮১. সূরা তাকভীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মূল আরবী	আরবী উচ্চারণ	অর্থ
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ	১। ইযাশ শামসু কুওয়িরত	যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ	২। ওয়া ইযানুজুমুন কাদারত	যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে,
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ	৩। ওয়া ইযাল জিবাল-লু সুইয়িরত	যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে,
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ	৪। ওয়া ইযাল 'ইশা-রু 'উত্বিলাত	যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে;
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ	৫। ওয়া ইযাল উহুশু হুশিরত	যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ	৬। ওয়া ইযাল বিহা-রু সুজ্বজ্বিরত	যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে,
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ	৭। ওয়া ইযানুফুসু যুওয়িয়্যাজ্বাত	যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে,
وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ	৮। ওয়া ইযাল মাওউদাতু সুয়িলাত	যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ	৯। বিআইয়্যি যামবিন কুতিলাত	কি অপরাধে তাকে হত্য করা হল?
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ	১০। ওয়া ইযাস্ব সুহুফু নুশিরত	যখন আমলনামা খোলা হবে,
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ	১১। ওয়া ইযাস সামা—উ কুশিত্বত	যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে,
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ	১২। ওয়া ইযাল জ্বাহীমু সুয়িরত	যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْفِلَتْ	১৩। ওয়া ইযাল জ্বান্নাতু উয়লিফাত	এবং যখন জান্নাত সন্নিবর্তিত হবে,
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ	১৪। 'আলিমাত নাফসুম মা~ আহুদ্বরত	তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে।
فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ	১৫। ফালা~উক্বসিমু বিলখুনাস	আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়।

الجَوَارِ الْكُنَّسِ	১৬। আল জ্বাওয়া-রিল কুনাস	চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়,
وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ	১৭। ওয়াল্লাইলি ইয়া-’আস’আসা	শপথ নিশাবসান ও
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ	১৮। ওয়াস্ব সুবহি ইয়া~তানাফফাসা	প্রভাত আগমন কালের,
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ	১৯। ইন্নাহু লাক্বওলু রসুলিন কারীম	নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী,
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ	২০। যী ক্বুওয়াতিন ’ইন্দা যিল ’আরশি মাকীন	যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী,
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ	২১। মুত্ব-’ইন ছাম্মা আমীন	সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ	২২। ওয়া মা-ছ-হিবুকুম বিমাজ্বুন	এবং তোমাদের সাথী পাগল নন।
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُنْفِ الْمُبِينِ	২৩। ওয়া লাক্বদ রআ-হু বিলউফুফ্বিল মুবীন	তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন।
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ	২৪। ওয়ামা-হুওয়া ’আলাল গইবি বিদ্বীন	তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপনতা করেন না।
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ	২৫। ওয়ামা-হুওয়া বিক্বওলি শাইত্ব-নির রজ্বীম	এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়।
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ	২৬। ফাআইনা তাযহাবুন	অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছে?
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ	২৭। ইন হুওয়া ইল্লা- যিকরুল লিল ’আ-লামীন	এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্যে উপদেশ,
لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ	২৮। লিমাং শা—আ মিনকুম আই ইয়াস্তাক্বীম	তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়।
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ	২৯। ওয়ামা-তাশা—উনা ইল্লা~আই ইয়াশা—আল্ল-হু রব্বুল ’আ-লামীন	তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।